- বর্ষ ২০২০
- সংখ্যা ০৪
- অক্টোবর- ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ১৯ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীতে এনজিও ক্যাটাগরিতে

ঘাসফুল এর আইসিএবি ও সাফা অ্যাওয়ার্ড অর্জন

দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর উদ্যোগে ২০১৯ সালের সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন এর জন্য তেরটি ক্যাটাগরিতে তেইশটি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ২০১৯ সালের সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীর জন্য দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর এনজিও ক্যাটাগরিতে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। এ উপলক্ষে গত ২৬ নভেম্বর রাজধানী হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সংস্থার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য সচিব ড. জাফর উদ্দীন এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ হামিদ উল্যাহ ভূঁইয়া।

এছাড়াও ঘাসফুল ২০১৯ সালের সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীতে সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা) কর্তৃক প্রদত্ত এনজিও ক্যাটাগরিতে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় রানার্সআপ পুরস্কার অর্জন করে। গত ২৩ ডিসেম্বর দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব শ্রীলংকা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আইসিএবি মিলনায়তনে ঘাসফুল কর্মকর্তা টুটুল কুমার দাশ (ব্যবস্থাপক, অডিট এন্ড মনিটরিং) এর হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আইসিএবির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ফারুক এফসিএ, সাফার ভাইস-প্রেসিডেন্ট এ. কে. এম. দেলোয়ার হোসেন এফসিএমএ এবং আইসিএবির কাউন্সিল সদস্য মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর এফসিএ। উল্লেখ্য, ঘাসফুল সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীতে ২০১৭ সালে আইসিএবি মেরিট পুরস্কার ও ২০১৮ সালে আইসিএবিতে ২য় স্থান এবং সাফা পুরস্কারে ২য় স্থান লাভ করে।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ১০ নভেম্বর ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটির ২য় সভা (২০২০-২১ অর্থবছর) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল কমিটির আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য প্রফেসর ড. জয়নব বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংযুক্ত ছিলেন স্কুল কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, স্কুল কমিটির সম্পাদক ও অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, স্কুল কমিটির সদস্য এবং ঘাসফুল-চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, স্কুল কমিটির সদস্য এবং ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, স্কুল কমিটির সদস্য ও সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য জেরিন মাহমুদ হোসেন, সিপিএ, এফসিএ। আরো সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী এবং কমিউনিকেশন, এডমিন, ফান্ড রাইজিং ও মনিটরিং ব্যবস্থাপক নুদরাত এ করিম।

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুমা এম. এল. রহমানের ৩য় কন্যা শামীম রহমান রুবা'র ইন্তেকাল

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল. রহমানের ৩য় কন্যা শামীম রহমান রুবা গত ১৪ নভেম্বর আমেরিকার নিউইর্য়ক শহরে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া-ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। উল্লেখ্য আমেরিকা প্রবাসি মরহুমা শামীম রহমান রুবা ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিচালনা পর্ষদ এক বিবৃতিতে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তারা মরহুমার পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি প্রয়াত ডঃ ওমর ফারুক চৌধুরীর স্ত্রী। মৃত্যুকালে প্রয়াত রুবা ও ফারুক দম্পতি দুই মেয়ে ও এক ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তাদের বড় কন্যা ডাঃ শাবানা চৌধুরী পেশায় চিকিৎসক, মেঝকন্যা সাব্রিনা চৌধুরী পেশায় ফার্মাসিস্ট এবং একমাত্র ছেলে স্পেশাল চাইল্ড ওমর ফারহান চৌধুরী। মরহুমা শামীম রহমান রুবাকে নিউইয়র্কের লং-আইল্যান্ড-এ স্বামীর কবরের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ এর সাবেক সদস্য মোঃ নাসিমুজ্জামান এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ এর সাবেক সদস্য মোঃ নাসিমুজ্জামান গত ৬ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া-ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত মর্মাহত এবং গভীরভাবে শোকাহত। মোঃ নাসিমুজ্জামান ২০০৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে সংস্থার অগ্রযাত্রা এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মহান আল্লাহ'র দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত ও নাজাত কামনা করেন।

শামীম রহমান রুবা স্মরণে দোয়া মাহফিল ও ভার্চুয়াল স্মরণসভা

মরণব্যধি ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল. রহমানের ৩য়কন্যা শামীম রহমান রুবা আমেরিকার নিউইর্য়ক শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঘাসফুল এর অকৃত্রিম বন্ধু, সুহৃদ মরহুমা শামীম রহমান রুবা'র ১৫ নভেম্বর ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে তার আত্মার মাহফেরাত কামনায় খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও শামীম রহমান রুবা'র স্মরণে ২২ নভেম্বর এক ভার্চুয়াল স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভাটি সঞ্চালনা করেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য জেরিন মাহমুদ হোসেন। উক্ত স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত মরহুমার স্বজনেরা অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল এর ফেইসবুকে অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচার করা হয়।

শোক সংবাদ

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল চৌমাশিয়া শাখার জুনিয়র অফিসার (শাখা হিসাবরক্ষক) মো: নাহিদ জামান'র মাতা মনোয়ারা বেগম গত ২৪ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুল পত্নীতলা শাখার সহকারী কর্মকর্তা কাউসার আলী'র পিতা মোঃ ওসমান আলী গত ২১ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীর শোক প্রকাশ করেন।

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুল ছাতড়া শাখার কর্মকর্তা (শাখা ব্যবস্থাপক) মোঃ শাহাবুদ্দিন'র পিতা মোঃ আকবর আলী গত ২৪ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক কর্মশালা

১৭ নভেম্বর সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) এর উদ্যোগে ঘাসফুল কনফারেন্স হলে 'প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি' বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মফিজুর রহমান, উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষণ) খালেদা আক্তার, কমিউনিকেশন, এডমিন , ফান্ড রাইজিং এন্ড মনিটরিং ব্যবস্থাপক নুদরাত এ করিম, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম ও ইয়েস প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত পিসি রবিউল হাসান। কর্মশালাটি

পরিচালনা করেন সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) এর থিমেটিক এক্সপার্ট মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মনিটরিং, ডকুমেন্টশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফিসার জুনায়েদ রহমান এবং সেন্টার ফর ডিজেএ্যাবেল কনর্সান (সিডিসি) এর নির্বাহী পরিচালক লুৎফুন্নেসা রূপসা প্রমুখ।

জাতীয় যুব দিবস ২০২০
মুজিব বর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও জাতীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চট্টগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে গত ১ নভেম্বর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল "মুজিব বর্ষের আহ্বান যুব কর্মসংস্থান"। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোঃ ইলিয়াস হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এ.বি.এম. আজাদ (এনডিসি)। অনুষ্ঠানে সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সারা বিশ্বের ঐক্য, এইডস প্রতিরোধে সবাই নিব দায়িত্ব

বিশ্ব এইডস দিবস' ২০২০

'সারা বিশ্বের ঐক্য, এইডস প্রতিরোধে সবাই নিব দায়িত্ব' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পালিত হলো বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার করা হয়। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে চট্টগ্রাম জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ শেখ ফজলে রাব্বি এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুলের কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সহকর্মী আবেদা বেগমের অবসর গ্রহণ

ঘাসফুলের উপপরিচালক আবেদা বেগম গত ২৮ অক্টোবর পূর্ণমেয়াদে সফলভাবে চাকুরী সম্পন্ন করে অবসর গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায়ী সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরীসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য আবেদা বেগম ১৯৮৬ সালে ঘাসফুলে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ ৩৩ বছর সততা ও সুনামের সহিত কাজ করেন।

সম্পাদকীয়

শতাব্দীর ভয়াবহ মহামারিতে প্রবীণ দিবস

মহামারি কোভিড বিশ্বব্যাপি প্রবীণদের জন্য এক ভয়াবহ পদচিহ্ন রেখে যাচ্ছে । সমগ্র বিশ্বের সমসাময়িক সকল তথ্য/পরিসংখ্যন করোনাকালে প্রবীণদেরও জন্য যে বিষাদময় ঘটনাপ্রবাহ চিত্রায়ন করছে, তা পৃথিবীর মানুষ বহুযুগ মনে রাখতে বাধ্য। তাইতো বিশ্ব প্রবীণ দিবস ২০২০ এর প্রতিপাদ্য ছিলো 'বৈশ্বিক মহামারীর বার্তা, প্রবীণদের সেবায় নতুন মাত্রা'। বার্ধক্য হলো জীবনচক্রের সর্বশেষ স্তর, জীবনের নাজুক ও স্পর্শকাতর অবস্থা! বলা যায়। নবজাতকের চেয়েও দুরাবস্থা। কারণ নবজাতকের পরিচ্ছন্নতা কিংবা পরিচর্চার দায়-দায়িত্ব স্বয়ং 'মায়েরাই কাঁধে তুলে নেন। এমনকি আত্মীয়-স্বজন পরিবার পরিজনেরাও শিশু পরিচর্চার দায়িত্ব সাদরে গ্রহণ করে থাকেন। বার্ধক্যে এসে সাধারণত মানুষের 'মা' থাকে না, আশেপাশের পরিবার পরিজনেরাও স্বেচ্ছায় কিংবা সাদরে পরিচর্চার ভার গ্রহণ করতে চায় না। এদিক থেকে বার্ধক্য মানুষের জন্য এক কঠিন অসহায়ত্বের কাল। অন্যদিকে বার্ধক্য এড়িয়ে যাওয়ারও কোন উপায় নেই। বেঁচে থাকলে প্রত্যেক মানুষকেই বার্ধক্যের সম্মুখীন হতে হয়। বার্ধক্য মানে শারীরিক অবস্থার অবনতি। মানুষের বয়স বাড়লে অভিজ্ঞতা বাড়ে কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও হজমশক্তিসহ শরীরের সমস্ত শক্তি তলানিতে নেমে যায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে না, রক্তচাপ ও হার্টের সমস্যা দেখা দেয়। সচরাচর দেখা যায়, দুর্বল স্বাস্থ্য আর উপার্জনহীন প্রবীণ তখন সবচেয়ে কাছের মানুষের কাছেও অবহেলা, উপেক্ষা ও দুর্ব্যবহারের শিকার হন। অনেকক্ষেত্রে তাঁদের ভরণ-পোষণ, সেবা-যত্ন, চিকিৎসা ও আবাসন সমস্যা দেখা দেয়। প্রবীণদের এরকম এক চিরাচরিত অসহায়ত্বে ২০২০ সালে নেমে আসে ভয়াবহ মহামারি কোভিড-১৯। সারাবিশ্বে যে পরিমাণে প্রবীণ আক্রান্ত হয়েছে, নিহত হয়েছে তাতে বলা যায় পৃথিবী অনেকটা প্রবীণশুন্য হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশেও বহু জ্ঞানী-গুণী প্রবীণ কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কোভিডকালের শুরুর দিকে বহু প্রবীণ, বৃদ্ধ মা-বাবা কোভিড আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামী-স্ত্রী, কন্যা-পুত্র কেউ লাশ দেখে নাই, নিজ হাতে শেষ বিদায় কিংবা সৎকারে যোগ দিতে পারে নাই। পরিবার পরিজনহীন একা একা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুবরণ করেছে বহু প্রবীণ। অন্যান্য বয়েসী লোকজনও ব্যাপক হারে করোনাক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শারীরিক জটিলতা কাটিয়ে সুস্থতা অর্জন করছে। প্রবীণদের ক্ষেত্রে এই চিত্র ভিন্নরূপ। আক্রান্ত প্রবীণদের বেশীরভাগই সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে ব্যর্থ হচ্ছে। কোভিড মাহমারি আক্রমণের শুরুতে বিশ্ববাসী হতবাক হলেও ধীরে ধীরে তারা রোগটির সাথে সহবস্থানে সহনীয় উঠছে। প্রতিরোধে সচেতন হয়ে উঠছে। বহুদেশে প্রবীণদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বার্ধক্যে এসে সাধারণত মানুষের 'মা' থাকে না, আশেপাশের পরিবার পরিজনেরাও স্বেচ্ছায় কিংবা সাদরে পরিচর্চার ভার গ্রহণ করতে চায় না। এদিক থেকে বার্ধক্য মানুষের জন্য এক কঠিন অসহায়ত্বের কাল। সচরাচর দেখা যায়, দুর্বল স্বাস্থ্য আর উপার্জনহীন প্রবীণ তখন সবচেয়ে কাছের মানুষের কাছেও অবহেলা, উপেক্ষা ও দুর্ব্যবহারের শিকার হন। প্রবীণদের এরকম এক চিরাচরিত অসহায়ত্বে ২০২০ সালে নেমে আসে ভয়াবহ মহামারি কোভিড-১৯। সারাবিশ্বে যে পরিমাণে প্রবীণ আক্রান্ত হয়েছে, নিহত হয়েছে তাতে বলা যায় পৃথিবী অনেকটা প্রবীণশুন্য হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশেও বহু জ্ঞানী-গুণী প্রবীণ কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কোভিডকালের শুরুর দিকে বহু প্রবীণ, বৃদ্ধ মা-বাবা কোভিড আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামী-স্ত্রী, কন্যা-পুত্র কেউ লাশ দেখেননি, নিজ হাতে শেষ বিদায় কিংবা সৎকারে যোগ দিতে পারে নাই। পরিবার পরিজনহীন একা একা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুবরণ করেছে বহু প্রবীণ।

বাংলাদেশেও ব্যাপক হারে রেডিও, টিভি এবং সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে প্রবীণদের জন্য বিশেষভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ও সচেতনতার কারণে সকল পরিবারের প্রবীণদের প্রতি যেমন অন্যান্য সদস্যদের মনোযোগ, সতর্কতা, পরিচর্চা ও যত্ন-আত্তী বেড়ে যায় তেমনি হাসপাতাল, রোগ নির্ণয় কেন্দ্রসহ সকল ক্ষেত্রে প্রবীণদের প্রতি অন্যান্যদের একধরণের দায়িত্ববোধও পরিলক্ষিত হয়। কারণ পরিবার, সমাজ এবং পৃথিবীবাসী বুঝে গেছে মানব সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে প্রবীণদের প্রয়োজন অপরিহার্য। ২০২১ সালে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী। প্রবীণদের জীবন মানোন্নয়নে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেগুলো পর্যায়ক্রমে আমাদের দেশেও বাস্তবায়ন হচ্ছে। এবারের প্রবীণ দিবসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার বাণীতে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, নিশ্চয়তার লক্ষ্যে সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাণীতে বলেন, সরকার প্রবীণদের কল্যাণে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০০টি উপজেলাকে শতভাগ বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। প্রবীণদের সুরক্ষায় 'পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩' ও জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রবীণদের জন্য আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ, তৃণমূল পর্যায়ে তাদের স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং হাসপাতাল, বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন স্থাপনা ও যানবাহনকে প্রবীণবান্ধব করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আমরা জানি বর্তমান সরকার একটি প্রবীণবান্ধব সরকার। এ সরকারের মেয়াদে প্রবীণদের "সিনিয়র সিটিজেন" ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রবীণদের নিয়ে মাদ্রিদ সম্মেলনের ঘোষণায় (Madrid International Plan of Action on Ageing) যে ১২টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতে সরকার কাজ করছে। আমাদের সবসময় মনে রাখা জরুরী যে, আজকের প্রবীণ একদিন নবীন ছিলেন। প্রবীণদের হাত ধরেই নবীনদের জন্ম হয়েছে, সভ্যতা এসেছে। বর্তমানের সাফল্য ও সব অর্জনের মধ্যে রয়েছে প্রবীণদের অবদান আর অস্তিত্ব। আমাদের সন্তানদের সুষ্ঠভাবে বেড়ে উঠায় প্রবীণদের যে ভুমিকা রয়েছে তার সদ্ব্যবহার না হওয়াতে আজকের বাংলাদেশে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। প্রবীণদের উপার্জন না থাকা আর শারিরীক অসহায়ত্বের কারণে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ছোট পরিবার বাড়ছে, পাল্লা দিযে বাড়ছে বৃদ্ধাশ্রম। ফলে চারদিকে কিশোরগ্যাং, শিশুধর্ষণ, খুনখারাবি বেড়ে যাচ্ছে আশংকাজনক হারে। আমাদের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি গোটা পৃথিবীকে শান্তির নিবাস বানাতে পরিবারের প্রবীণদের ঘরে নিয়ে আসতে হবে। পরিবার ও সমাজে নবীন ও প্রবীণের মাঝে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে বৃদ্ধাশ্রম কখনোই সমাধান নয় বরং সকল প্রবীণদের মধুর পারিবারিক বন্ধনে রেখে আগামি প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালনা ও সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় নিজেদের অনাগত বার্ধক্যে শান্তিময় পরিবেশও নিশ্চিত হয়। সুতরাং নিজেদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যক্তি উদ্যোগে প্রবীণদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা মানবসমাজের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত জরুরী।

উপসম্পাদকীয়

সবার উপরে মানবতা

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল মানবিক সমাজ, বৈষম্যহীন সমতার সমাজ। ভোট, ভাত, গণতান্ত্রিক অধিকার, মুক্তির আকাঙ্খা তথা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধই ছিল সে দিনের দ্রোহের মূল চেতনা। আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার হচ্ছে - মানবিক সমাজ, ন্যায্যতার সমাজ, আইন তথা রাষ্ট্রের কাছে সকল নাগরিকই সমান। "যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও একজনও যদি সে হয় আমরা তার কথা মেনে নেব" - ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এই 'ন্যায্যতাই' হচ্ছে মানবতা - মানবাধিকার, যেখানে সংখ্যালঘিস্টের 'ন্যায্য কথা' সংখ্যাগুরুর গ্রহণের স্পষ্ট ঘোষণা- সর্বক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে মানবতা। ল্যাটিন "Humanitas" (অর্থ হচ্ছে মানব প্রকৃতি, মনুষ্যত্ব, উদারতা, দয়াপরবশ) থেকে ইংরেজী Humanity-বাংলায় মানবতা। মানবতা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম গুণ ভাব প্রভৃতি, মানুষের সদগুণাবলী, মনুষ্যত্ব, মানববিকতা।

মানবতার আবশ্যকীয় শর্ত/পূর্বশর্ত হচ্ছে: (১) Compassion- সমবেদনা (২) Empathy- সহানুভূতি, অন্যের আবেগ অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা (৩) Honesty- সততা (৪) Integrity- অখন্ডতা (৫) Trust & Loyalty - বিশ্বাস ও আনুগত্য (৬) Mutual Respect- পারস্পরিক সম্মান / শ্রদ্ধাবোধ (৭) Fairness & Justice- স্বচ্ছতা, ন্যায় বিচার ও ন্যায় পরায়ণতা। মানুষের সদগুণাবলী অনুশীলন এবং মানুষের স্বাভাবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপই মানবতাবাদ। 'Humanity is a virtue associated with basic ethics of altruism derived from the human condition. It also symbolises human love and compassion towards each other. Humanity differs from mere justice in that there is a level of altruism towards individuals included in humanity more so than the fairness found in justice. That is, humanity, and the acts of love, altruism, and social intelligence are typically individual strengths while fairness is generally expanded to all. Humanity can be classed as one of six virtues that are consistent across all cultures. ... Humanity means caring for and helping others whenever and whereever possible. Humanity means helping others at times when they need that help the most, humanity means forgetting our selfish interests at times when others need our help. Humanity means extending unconditional love to each and every living being on earth."

চন্ডীদাস বলেছেন, "শুনো হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। মানবতার কেন্দ্রে 'মানুষই'। বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, কারো দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ না করাই হচ্ছে মানবতা। শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয়, অবিশ্বাসী, বিধর্মী সবাইকে শুধু মানুষ বিবেচনা করে প্রয়োজনের সময় নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে মানবতা। মানুষকে সম্মান করতে পারাটা বোধ হয় সবচেয়ে বড় মানবতা। যে বাচ্চারা তার মাকে অপমানিত - লাঞ্ছিত হতে দেখে বড় হয় পরবর্তী জীবনে সে বাচ্চাগুলি অমানবিক হলে অবাক হবার কিছুই নেই, কারণ অমানবিকতার বীজ তার মনোজগতে আগেই রোপিত হয়েছে। মানবিক হতে আপনাকে টাকার থলে নিয়ে নামতে হবে না সবসময়। একজন বৃদ্ধ মানুষ বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাস্তা পারাপারে সাহায্যে করলেন এটাও মানবতা। কাউকে নির্যাতিত হতে দেখে এগিয়ে এলেন, প্রতিবাদ করলেন এটাও মানবতা। এরকম ছোট ছোট সহযোগিতাগুলোই মানবিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী; যুদ্ধ, দাঙ্গা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, লোকরঞ্জনবাদী গণতন্ত্র তথা রাজনীতির লেবাসেই মোটা দাগে মানবতা লঙ্ঘিত হয় প্রতিনিয়ত। অতিমারী কোভিড-১৯ সংক্রমণের কালে দেখা গেছে শুধু বাংলাদেশ নয়, অনেক দেশেই নারী ও শিশুর প্রতিই নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যা বেড়ে গেছে। সমাজে ইরফান, সেলিম, সম্রাট, পাপিয়া, বরকত-রুবেল, বদরুলরা যতদিন দুর্দমনীয় থাকবে তুফান সরকাররা আইনের ফাঁক ফোকর বা চাপ-তাপ আপসের মাধ্যমে জামিন পাবে কিংবা সংরক্ষিত এলাকায় সোহাগী জাহান তনু হত্যার রহস্য অনুদঘাটিত থাকা মানে হচ্ছে মানবতা ঝুঁকিতে রয়েছে, সংকটে রয়েছে। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভয়ানক অমানবিকতা হলো নারী ও শিশুর প্রতি যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ এমন কি হত্যা। পরিতাপের বিষয় আইনের ফাঁক ফোকর, বিশেষ ক্ষমতায় ক্ষমা , রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার কিংবা কুটকৌশলে এসব অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এর এক দশকেরও বেশি সময়ের মামলার উপর গবেষণায় দেখা যায় সাজা হয়েছে মাত্র ৩(তিন) শতাংশের। Culture of impunity অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার এই কু-নজির অপরাধীদের উৎসাহিত করছে ফলতঃ মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে পদে পদে। সুশাসন তথা আইনের শাসন মানবতার রক্ষা কবচ। "ওয়ার্ল্ড জাষ্টিস প্রজেক্ট বহুবছর ধরে বিশ্বব্যাপী আইনের শাসন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। আগের কয়েক বছরের মতো এ বছর ও তাদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আইনের শাসনে বাংলাদেশের অবস্থান তলানিতে (১২৮টি দেশের মধ্যে ১১৫)। সিভিল আর ক্রিমিনাল জাষ্টিস মানদন্ডে এ অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান ছয়টি দেশের মধ্যে পঞ্চম"। (প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০২০)।

করোনাকালে মানবতার নিঃশব্দ পতন আমরা দেখেছি। করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধা মাকে জঙ্গলে রেখে আসা, করোনা আক্রান্ত বাবাকে ঘরে তালা মেরে ছেলের সপরিবারে বাইরে চলে যাওয়া, করোনায় মৃত ভাইয়ের লাশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো পদস্থ কর্মকর্তার কথা আমরা জেনেছি। করোনা প্রতিরোধে সম্মুখযোদ্ধা চিকিৎসক, নার্স, পুলিশসহ সম্পৃক্তদের অবদান ও স্মরণীয়, মৃতদের আত্মার মাগফেরাত/শান্তি কামনা করছি। আবার নিম্ন -মানের মাস্ক, ভুয়া রিপোর্ট, চিকিৎসার নামে প্রতারণা রিজেন্ট হাসপাতালের সাহেদুর রহমান, জেকেজি'র ডাঃ সাবরিনা চৌধুরী, আরিফুল হক চৌধুরী প্রমুখ ছাড়াও কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবিশ্বাস্য দুর্নীতি, হাসপাতাল সমূহের অব্যবস্থা ও জুলুমের খবরে মানুষ চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। পাশাপাশি বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রামের আল-মানাহিল ফাউন্ডেশনসহ অনেকের (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান) ত্রাণ, সেবা, চিকিৎসা ও দাফন সৎকারের সাহসী উদ্যোগ আয়োজন করোনা ভীতিতে ত্রস্থ মানুষের মনে আশাবাদ জাগিয়েছে। আমরা জোয়ান অব আর্ক, আলফ্রেড নোবেল, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, মাদার তেরেসা, পৃথিবীর অন্যতম সেবা সংগঠন লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল তথা লায়নিজমের জনক মেলভিন জোনস, মাদার তেরেসা, হাজী মোহাম্মদ মহসিন, রণদা প্রসাদ সাহা প্রমুখের কথা জানি। করোনা সংকটে এই সম্মুখ যোদ্ধারাই হচ্ছে তাঁদের প্রকৃত অনুসারী সেবক, মানবতার দূত। লায়ন, লায়নেস, লিওরা চিকিৎসাসেবা, চক্ষু চিকিৎসা, ত্রাণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মানবতার কল্যাণেই নিয়োজিত। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ খানিকটা স্তিমিত অবস্থায় লায়ন গভর্ণরের আহ্বান Seminar on DG's call "Humanity Above All - সবার উপরে মানবতা" শীর্ষক সেমিনার সময়োপযোগী ও গভীর তাৎপর্যবাহী। এ হেন গুরুত্ববহ বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাই লায়ন গভর্ণর ডাঃ সুকান্ত ভট্টাচার্য এমজেএফ কে।

মানবতা : ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

খ্রীষ্টান ধর্ম: খ্রীষ্টান ধর্ম তথা পবিত্র বাইবেলে আছে (১) Kindness - দয়া, (২) Altruism – পরার্থবাদ, পরার্থিতা (৩) Love - ভালবাসা। খৃষ্ট ধর্মের মূল কথাই হচ্ছে " It is better to give than to receive" এ প্রসঙ্গে " আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসেনি কেউ অবনী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে " স্মর্তব্য।

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

সবার উপরে মানবতা..... ৫ম পৃষ্ঠার পর

বৌদ্ধ ধর্ম: মহামতি গৌতম বুদ্ধের বাণী হচ্ছে: (১) সর্ব্বে সত্ত্বা সুখীতা ভবন্তু - জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। (২) সর্ব্ব দুঃখখা বিনা শান্তু - মানুষ সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করুক। (৩) নির্বাণং পরমং সুখং - বন্ধন মুক্ত হলেই পরম সুখ। সকল মানুষ কামনা, বাসনা, লোভ, দ্বেষ, মোহ ও তৃষ্ণা (আসক্তি) হতে মুক্তি লাভ করুক - এটাই বন্ধন মুক্ত হওয়া।

সনাতন ধর্ম - হিন্দু ধর্ম: (১) ব্রক্ষ সর্ব খলবিদং - বেদ, অর্থাৎ সর্বজীবে ব্রক্ষ বিরাজমান। (২) যত্রজীব তত্র শিব - বেদ, অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের মাঝে ভগবান শিব বিরাজমান। (৩) শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিসৃত বাণী হচ্ছে : চাতুর বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি।

ব্রক্ষ - শিবের কাছে জাতপাত নেই - সর্বজীবে বিরাজমান। শিশুকে তো দেব শিশুই বলা হয়। মুসলমানদের প্রচলিত ধারণায় শিশুর সাথে ফেরেশতা থাকে।

ইসলাম ধর্ম: ইসলাম হচ্ছে ইনসানিয়াত তথা মানবতার ধর্ম। পবিত্র কোরআনে আছে 'লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানে তাকবীম' অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন আমি মানুষকে সুন্দর আকৃতি/অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি অতএব - মানুষের মর্যাদা সর্বাগ্রে, জীবিত বা মৃত্যুর পরেও। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য নবী মোহাম্মদ (সঃ) একদিন তাঁর সহচরদের নিয়ে বসে আলাপ আলোচনা করছিলেন এমনি সময় এক ইহুদীর কফিন নিয়ে যাচ্ছিল। নবী সপরিষদ দাঁড়িয়ে সম্মান জানান এতে তাঁর সহচররা জিজ্ঞেস করলেন হুজুর এ তো ইহুদী আপনি কেন দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন তখন নবী তাঁদের বললেন, সে মানুষ। আল্লাহর বিধান হচ্ছে মানুষের মর্যাদা সর্বাগ্রে। লক্ষ্য করবেন তিনি মদীনা সনদ করলেন অবিশ্বাসীদের সাথে, এতে নবী অবিশ্বাসীদের স্বীকার করে নিলেন, অবিশ্বাসীরাও ইসলাম ও নবীকে স্বীকার করে নিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়াদিন' অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার জন্য আমার ধর্ম আমার জন্য। অন্যত্র তিনি বলেছেন ' লা ইকরা হা ফিদদিন' - ধর্মে জবরদস্তি / বাড়াবাড়ি নেই। বিদায় হজ্বের ভাষণে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) হাবসী কৃতদাস ও যদি উপযুক্ত হয় তাঁকে নেতা মানার নির্দেশনা দিয়েছেন। অথচ ধর্ম ও বর্ণের দোহাই দিয়েই স্বার্থবুদ্ধির মানুষ মানবতাকে ক্ষত বিক্ষত করছে প্রতিনিয়ত। ইসলাম ধর্মে জাকাত প্রদানের যে বিধান রয়েছে তা ও হতদরিদ্র আর্তমানবতার জন্যই।

মানবতা: বৈশ্বিক উদ্যোগ

মানুষ তথা মানবতাকে নূন্যতম সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই বিশ্বের ৭৫০ কোটি মানুষের জন্য মানসম্মত জীবন-জীবিকা,শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ও পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের উন্নয়ন পথ নকশা - Sustainable Development Goals (SDGs) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া কর্পোরেট হাউসগুলোর Corporate Social Responsibility (CSR) সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রম ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই।

মানবতা : মনীষী বাক্যে

মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে ভিন্ন ৪(চার)টি বৈশিষ্ট্যের কারণে - (১) Language - ভাষা (২) Reasoning – যুক্তিবোধ (৩) Imagination – অনুমান বা দুরদৃষ্টি (৪) Technology – প্রযুক্তি জ্ঞান। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই - আশরাফুল মাকলুকাত সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীব। মানুষ বুদ্ধিমান এবং সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করাটা মানুষের প্রকৃতিগত।

দৈহিক গঠন ও চাহিদার কারণেই নারী-পুরুষ মিলিত হয়। কথা আছে, 'Women has domesticated the man.' নারীরই বাহুলগ্না হয়েছে পুরুষ - পরিবারের শুরু এভাবেই। যুগে যুগে অগ্রবর্তী চিন্তার কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা মানবতা তথা মনুষ্য জাতির হিতচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তাঁরা মানবতার কথাই উচ্চারণ করেছেন বারংবার :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ক) হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য/হেথায় দ্রাবিড়, চীন শক হুন দল / পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন। (খ) দুর্বল রে রক্ষা করো/দুর্জন রে হানো। (গ) পূণ্যে পাপে দুঃখে সুখে/পতনে উত্থানে/মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

কাজী নজরুল ইসলাম (ক) মানুষেরে ঘৃণা করি/ও কাবা কোরান বেদ বাইবেল চুম্বিছে মরিমরি/পুঁজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল মূর্খরা সব শোনো/মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো। (খ) জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ করছে জুয়া/ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া। (গ) মানুষের ছেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান

স্বামী বিবেকানন্দ: জীবে প্রেম করে যেই জন/সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ভারত চন্দ্র: আমার সন্তানেরা যেন থাকে দুধে ভাতে।

লালন শাহ: (ক) সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/ ফকির লালনে কয় জাতের কি রূপ/ দেখলাম না দুই নয়নে। (খ) সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারী লোকের কিবা প্রমাণ/বামন চিনি পৈতা প্রমাণ, বামনী চিনি কেমনে রে।

গাজীর গান (১৭০০ শতক, লেখক অজ্ঞাত): নানান বরণ গাভীরে ভাই, একই রবণ দুধ/ জগত ভরমাইয়া দেখি একই মায়ের পুত।

আবদুল হক চৌধুরী: বহুজাতি ও সংস্কৃতির মিলন তীর্থ চট্টগ্রাম।

ভূপেন হাজারিকা: মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য /একটু সহানুভূতি মানুষ কি পেতে পারেনা ও বন্ধু।

কবিয়াল রমেশ শীল: মীমের পর্দা উঠালে দেখবি ওরে মন/রাম-রহিম-কৃষ্ণ-করিম মূলেতে একজন / হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান বৌদ্ধ সকল ধর্মের একই কথা / নীতির বদল মাত্র, গন্তব্য স্থান দু'টি কোথা?

শাহ আবদুল করিম: আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা/বাংলার নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান/ বাউলা গান আর মুর্শিদী গাইতাম /আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম /হিন্দু বাড়িতে যাত্রাগান হইত/নিমন্ত্রণ কইরত আমরা যাইতাম।

Thomas Aquinas: Humanity is one of the Seven Heavenly Virtues.

whitman: Human body is the temple of God.

উদ্ধৃত এসব মনীষি বাক্যে মানুষের কথা, মানবতার কথাই ধ্বনিত হয়েছে। এক ও অভিন্ন মানবজাতির কথাই বলা হয়েছে - বিভাজন কিংবা ভেদবুদ্ধি নয়। শ্বাশত বাঙলা ও বাঙালীর অভেদ সংস্কৃতির কথাই বলা হয়েছে - এটাই মানবতা। মানবতাবাদী ও জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমদ ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার পর আক্ষেপ করে বলেছিলেন একটা কচ্ছপ যেখানে ২০০/২৫০ বছর বাঁচে মানুষ এত স্বল্প আয়ুর কেন? একই বিষয় প্রতিধ্বনিত হয় প্রফেসর ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালের গানে (গায়ক সৈয়দ আবদুল হাদী): "কেউ চলে যায় কেউ বা আসে/দু'দিনের এই পরবাসে/কেউ বুঝে না কারো হাসি অভিমান/এই যোগ বিয়োগের রঙ্গমেলায়/এলাম কেন তবে?/বাজলে বাঁশী আবার যদি/ফিরেই যেতে হবে/কিছুই দিতে পারব না যে/আমার সকল গানের মাঝে/অশ্রু বুঝি তাই ঝরে অফুরান"।

সমাজ বিজ্ঞানী peter L. Berger বলেন, ' It was there before we were born and it will be there after we are dead. Our lives are but episodes in its majestic march through time. Insome society is the walls of our imprisonment in History.' জগত সংসারে সবই থাকবে থাকবনা আমি আপনি। এই স্বল্প আয়ুর জীবনে যদি মানুষ ও মানব হিতৈষণা তথা মানবতার তরে কিছু অবদান রাখা যায় সেটাই হচ্ছে মানব জন্মের স্বার্থকতা। আসুন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্খিত লক্ষ্যপূরণে একটি মানবিক বাংলাদেশ গড়ায় আমরা স্ব স্ব অবস্থান হতে সচেষ্ট হই।

১৬/০১/২০২১ লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক ৩১৫ - বি (৪) আয়োজিত 'সবার উপরে মানবতা' শীর্ষক সেমিনারে সম্মানিত আলোচক হিসেবে প্রদত্ত বক্তৃতা (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

লেখক : সমাজবিজ্ঞানী ও সিনেট সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান ঘাসফুল।

করোনাকালে প্রবীণ ভাবনা

মোঃ আবদুল করিম

২০০২ সালের বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনে গৃহীত "মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনা" অনুযায়ী নিরাপদ বার্ধক্য অর্জন প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রবীণ রয়েছে যা মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ। ১৯৭৪ সালে এ জনসংখ্যা ছিল ৫.৭ শতাংশ যা ২০৫০ সালে শতকরা প্রায় ২০ ভাগে উন্নীত হয়ে ৪ কোটি ৩০ লক্ষে পৌঁছবে। ২০৩১ সালের দিকে বাংলাদেশের জনমিতিক সুবিধা (demographic dividend) শেষ হবার পর প্রবীণ জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকবে। প্রবীণদের দারিদ্রমুক্ত, মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত কল্পে "জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩" এবং "পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩" প্রণীত হলেও তাঁদের বাস্তব অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি । বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস জাতীয় রোগে ইউরোপ ও জাপানে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রায় ৯৫ শতাংশের বয়স ৬০ বৎসরের বেশী, ৫০ শতাংশের বয়স ৮০ বৎসর বা তার বেশী। বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যু সংক্রান্ত সঠিক পরিসংখ্যান সংরক্ষিত না থাকলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবীণ ব্যাক্তি ইতোমধ্যেই করোনায় পরলোক গমন করেছেন। ইউরোপ-আমেরিকার প্রবীণ নিবাসগুলোতে অবজ্ঞা, অবহেলায় প্রবীণদের মৃত্যুর খবর প্রতিনিয়তই প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রবীণ সেবার পরিধি অত্যান্ত সীমিত, বেসরকারী প্রবীণ নিবাসগুলোর অধিকাংশই শোচনীয় অবস্থায়। বৈশ্বিক মহামারি দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে অত্যান্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রবীণদের জন্য প্রতিরোধমূলক ও পুনর্বাসনমূলক স্বাস্থ্য সেবা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারির সময় তাঁদের যথাযথ সুরক্ষা এবং সহয়তা প্রদান করা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি বিরক্তিসূচক "উহ্" শব্দটিও উচ্চারণ না করার ব্যাপারে পবিত্র কোরানের সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং তাঁদের যথাযথ ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে বিদ্যমান আইনে কারা/ অর্থ দন্ডের বিধান থাকলেও বাংলাদেশের অনেক প্রবীণ নিজেদের সন্তান-সন্ততি কর্তৃক প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে জোর করে বৃদ্ধাশ্রমে বা অন্য কোথাও পাঠানো যাবেনা মর্মে আইনের বিধানটিও লংঘিত হচ্ছে। ভারতের ১০ কোটি প্রবীণের মধ্যে প্রায় ৯ কোটিকে এখনো তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন না কোন ধরনের কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। সাড়ে পাঁচ কোটি ভারতীয় প্রবীণকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিদ্রায় যেতে হয়। তাঁদের প্রায় অর্ধেকেই কোন না কোন প্রকারের পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন অথচ "ভারতীয় জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ১৯৯৯" এবং "পিতা-মাতা ও সিনিয়র নাগরিকদের ভরণ-পোষণ এবং কল্যাণ আইন,২০০৭" এর শাস্তির বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। প্রতি বৎসর প্রায় ২১ লক্ষ মার্কিন প্রবীণ নানা ধরণের উপেক্ষা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত ১.১৬ কোটি লোক এবং মৃত্যু বরণকারী ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ব্যক্তির মধ্যে বিশাল সংখ্যক প্রবীণ এ ধরণের অবজ্ঞা, অবহেলা ও চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ সহ বিভিন্ন সংগঠন করোনা দুর্যোগকালীন সময়ে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত নিয়ম/নির্দেশনা জারী করেছে যা অবশ্যই পালনীয়। মহামারি আক্রান্ত প্রায় ৮০ শতাংশ প্রবীণের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হয়। যথাযথ স্বাস্থ্য নির্দেশনা পালন করেই মসজিদ/মন্দিরে যেতে হবে। ডায়েবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, এজমা ও ক্যান্সার রোগীদেরকে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। করোনা আক্রান্ত অনেক প্রবীণ ব্যক্তিকে চিকিৎসার অভাবে অবেহেলিত ও পরিত্যাক্ত অবস্থায় দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। করোনা আক্রান্তদেরকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা মানবতার অবমাননার শামিল। এ ধরণের রোগীদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখতে উন্নত দেশের হাসপাতালে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আত্মীয় স্বজন কর্তৃক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রবীণদের খোঁজ-খবর নেয়া হলেও তাঁদের মনোবল চাঙ্গা থাকে। করোনা রোগে মৃত্যু হলে দেশের বিভিন্নস্থানে কবরস্থানে দাফন করতে দেয়া হচ্ছে না, এমনকি জানাজাও পড়া হচ্ছেনা। অথচ স্বাস্থ্য বিধি মেনে এদের ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন/সৎকার করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাছাড়া মহামারিতে মৃত ব্যক্তিগণ শহীদের মর্যাদা পাবেন মর্মে পবিত্র হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। করোনা প্রতিরোধে ছুটি/লক ডাউন ঘোষণা, ত্বরিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন করলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়/সিদ্ধান্তহীনতা, প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্নীতি প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য খাতের বাজেট বরাদ্দ এ বছর যুক্তিসঙ্গতভাবে বাড়ানো হয়েছে যা দ্রুত ব্যয় করা প্রয়োজন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় "প্রবীণদের জন্য সমন্বিত পেনশন পদ্ধতি" চালুর বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে যার আওতায় রয়েছে ষাট বছর বা তদূর্ধ্বে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য বয়স্ক ভাতার প্রচলন, জাতীয় সামাজিক বীমা কর্মসূচি চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই, "বেসরকারী ভলান্টারী পেনশন" ব্যবস্থা চালুর বিষয় রিভিউ করা ইত্যাদি। বয়স্ক ও বিধবা ভাতা কর্মসূচিতে অনেক প্রবীণ ইতোমধ্যেই কিছুটা আর্থিক স্বস্তি পাচ্ছেন। পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রবীণদের সেবায় পল্লী অঞ্চলে সীমিত আকারে ফিজিওথেরাপী সেবা এবং ছাতা, লাঠি, কম্বল, চেয়ার কমোড বিতরণ সহ আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত প্রবীণ কমিটির সদস্যরা প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে খেলাধুলাসহ বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। "রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাও" নামক পিকেএসএফ-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীতে শ্রেষ্ঠ প্রবীণদের স্বীকৃতি দেয়া সহ তাঁদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় স্কিম, ঋণ সুবিধা, সক্ষম প্রবীণদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, অসহায় প্রবীণদের ভরণপোষণ সহ বিভিন্ন ধরণের সেবা দেয়া হচ্ছে। ডঃ কাজী খলীকুজ্জামানের নেতৃত্বে গঠিত "বাংলাদেশ জাতীয় প্রবীণ মঞ্চে" প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, রাশেদ খান মেনন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী এমএ মান্নান সহ প্রথিতযশা প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ যুক্ত হয়েছেন। ব্র্যাক, আশা এর মত বৃহৎ এনজিও গুলো প্রবীণ বান্ধব কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে এ কার্যক্রম আরো বেগবান হবে। সামাজিক মুল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে প্রবীণরা আজ নিজ পরিবারেই তাঁদের সম্মান ও ক্ষমতা হারাচ্ছেন। বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশের দারিদ্র বেড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ হতে পারে বলে অর্থনীতিবিদের ধারণা। সে ক্ষেত্রে অস্বচ্ছল ও রোগাক্রান্ত প্রবীণেরা মারাত্মক অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন। তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্রমুক্ত, কর্মময় সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং অন্যান্য নীতিমালা (স্বাস্থ্যনীতি, গৃহায়ন, নারী উন্নয়ন, প্রতিবন্ধি নীতি) সমূহের বাস্তবায়ন এবং যানবাহন, আবাসন ও অন্যান্য সকল ভৌত অবকাঠামোর প্রবীণবান্ধব করণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনা মহামারী রোধে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য খাতে সরকার ঘোষিত আর্থিক সহায়তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রবীণদের চিকিৎসা ও কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে অন্ততঃ ৭০ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বয়সী নাগরিকদের জন্য সার্বজনীন অপ্রদায়ক পেনশন (universal non-contributory pension) তহবিল গঠন করলে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা খাত থেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভবপর হবে। বিশ্বের প্রায় ১০০ দেশে এধরণের তহবিল আছে। অস্বচ্ছল প্রবীণদের ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধিসহ সক্ষম প্রবীণদের উপযুক্ত ঋণ ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা জরুরী। করোনায় আক্রান্ত ও নিহত প্রবীণদের ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকল্পে পত্রিকা/টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রবীণ কল্যাণের লক্ষ্যে বিশেষ তহবিল গঠন করে তাতে বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা ফান্ড (CSR fund) -এর অর্থ জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে এ ফান্ডে কেউ অর্থ প্রদান করলে তা করমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ। আন্তঃ প্রজন্ম যোগাযোগ ও সংহতি সংরক্ষণ সহ বার্ধক্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে প্রবীণদের জ্ঞান ও মেধাকে প্রজন্মান্তরে চলমান করার জন্য পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা-১ (No Poverty), লক্ষ্যমাত্রা-২ (Zero hunger), লক্ষ্যমাত্রা-৩ (Good health and well-being) এবং লক্ষ্যমাত্রা-১০ (Reduced inequality) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ করোনার প্রভাব যথাযথভাবে মোকাবিলা করে প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

"রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাও" নামক পিকেএসএফ-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীতে শ্রেষ্ঠ প্রবীণদের স্বীকৃতি দেয়া সহ তাঁদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় স্কিম, ঋণ সুবিধা, সক্ষম প্রবীণদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, অসহায় প্রবীণদের ভরণপোষণ সহ বিভিন্ন ধরণের সেবা দেয়া হচ্ছে। ডঃ কাজী খলীকুজ্জামানের নেতৃত্বে গঠিত "বাংলাদেশ জাতীয় প্রবীণ মঞ্চে" প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, রাশেদ খান মেনন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী এমএ মান্নান সহ প্রথিতযশা প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ যুক্ত হয়েছেন। ব্র্যাক, আশা এর মত বৃহৎ এনজিও গুলো প্রবীণ বান্ধব কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে এ কার্যক্রম আরো বেগবান হবে।

লেখক : প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব ও সদস্য, ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ।

ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প সংবাদ

জীবন দক্ষতা সেশন পরিচালনা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প এর আওতায় চলমান কোভিড-১৯ সময়কালে অনলাইনে বিভিন্ন কমিউনিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবন দক্ষতা সেশন পরিচালনা করা হয়। গত তিন মাসে ৩৪৮ টি জীবন দক্ষতা সেশনে ৩৩০০ জন উপকারভোগী সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ৩৪৮ টি সেশনের মধ্যে ২২২ টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জালালাবাদ, পাঁচলাইশ, চান্দগাঁও, পশ্চিম ষোলশহর, শুল্কবহর, উত্তর পাহাড়তলী, সরাইপাড়া, দক্ষিণ পাহাড়তলী, বাগমনিরাম, গোসাইলডাঙ্গা, ফিরিঙ্গিবাজার ওয়ার্ডের বিভিন্ন কমিউনিটি পর্যায়ে এবং বাকী ১২৬ টি সেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে, পাহাড়তলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুইয়াশ বুড়িশ্চর শেখ মোহাম্মদ সিটি কর্পোরেশন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন কলেজ, হোসেন আহমদ সিটি কর্পোরেশন কলেজ, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ, দেওয়ানহাট সিটি কর্পোরেশন কলেজ, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা এবং দারুল উলুম মাদ্রাসা। সেশন পরিচালনা করেন, ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন ও জেরিন হায়দার চৌধুরী। ফ্যাসিলিটেট করেন প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, মোঃ ইসমাইল হোসেন ও সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার। আয়োজনে সহায়তা করেন ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদীতা পাল, মল্লিকা দাশ পিয়া ও শর্মী চক্রবর্তী।

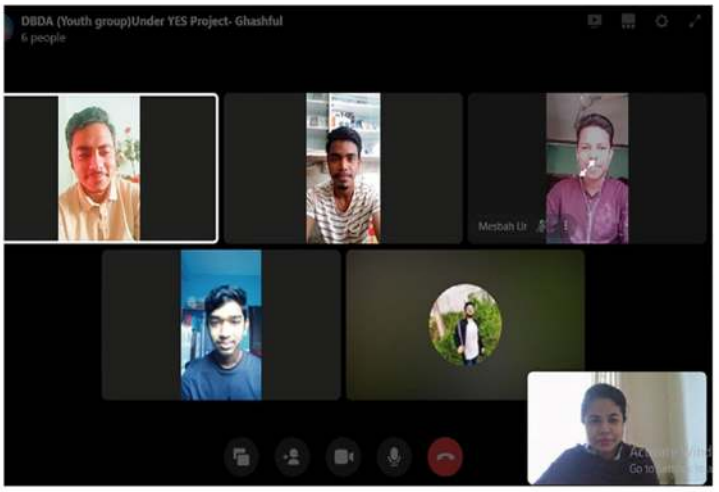

চট্টগ্রাম নগরীতে মানববন্ধন

নারী ও শিশু ধর্ষণ বন্ধ ও ন্যায় বিচারের দাবীতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্পের উদ্যোগে ১১ নভেম্বর নগরীর প্রবর্তক মোড় এবং চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে ৫ ও ১২ অক্টোবর মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের বিভিন্ন উপকারভোগী সদস্য ও ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও), নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সাধারণ সচেতন নাগরিকসহ সর্বস্তরের জনগণের সরব উপস্থিতি মানববন্ধন কর্মসূচীকে প্রাণবন্ত করে তোলে। মানববন্ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারী ও শিশুর উপর অব্যাহত ধর্ষণ বন্ধ ও এর ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণে জনসম্পৃক্ততা এবং জনসচেতনতা তৈরী করা। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ইয়েস প্রকল্পের সমন্বয়কারী রবিউল হাসান, প্রকল্প কর্মকর্তা জেরিন হায়দার চৌধুরী, ইয়ুথ ফ্যাসিলিটেটর মোঃ ইসমাইল হোসেন ও ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদীতা পাল প্রমুখ।

জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদযাপন

ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্ন নগরায়নে প্রচারাভিযান

জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প এর ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশান (সিবিও) দৃষ্টিকোণ ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে গত ১২ নভেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও থানাধীন মালিবাড়ি এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ভলান্টিয়ারিজম, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্ন নগরায়নে প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়। প্রচারাভিযানে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের নগরীর চান্দগাঁও থানাধীন ৪ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন উপকারভোগীগণ ও ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও) এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে। প্রচারাভিযান শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় উপস্থিত ছিলেন দৃষ্টিকোণ ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা মোঃ জামাল উদ্দিন, সভাপতি মোঃ নুরনবী সাহেদ, সম্পাদক মোঃ মামুনুর রশীদ, ইয়েস প্রকল্পের সমন্বয়কারী রবিউল হাসান, প্রকল্প কর্মকর্তা জসীম উদ্দীন, ইয়ুথ ভলান্টিয়ার মল্লিকা দাশ পিয়া ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প সংবাদ

যুব দিবসে র‍্যালী ও আলোচনাসভা

"মুজিব বর্ষের আহবান যুব কর্মসংস্থান" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের সহযোগীতায় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের উদ্যোগে জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে ১৫ নভেম্বর নগরীর বায়েজীদ থানাধীন মোহাম্মদনগর (৭নং ওয়ার্ড) এলাকার আলমগীর সড়ক থেকে গোলচত্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সচেতনতামূলক র‍্যালী ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীতে নেতৃত্ব দেন বায়েজীদ থানার সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টর রিদওয়ানুল হক। র‍্যালী শেষে স্থানীয় মোহাম্মদনগর এইচ. কে. সি. উচ্চ বিদ্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী রবিউল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বায়েজীদ থানার সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টর রিদওয়ানুল হক। তিনি বলেন, ঘাসফুলের যুব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচীর সাথে যুক্ত হতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমরা বিশ্বাস করি, এই ধরনের কার্যক্রম যুব সমাজের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন উপকারভোগী সদস্যগণ এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও) এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এর ভার্চুয়াল সংলাপে অংশগ্রহণ

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১ নভেম্বর 'কোভিড-১৯ ও বাংলাদেশ ঃ আর্থ-সামাজিক পুনরুজ্জীবনে যুব এজেন্ডা' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করে। এতে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের যুব প্রতিনিধিরা স্বতঃফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

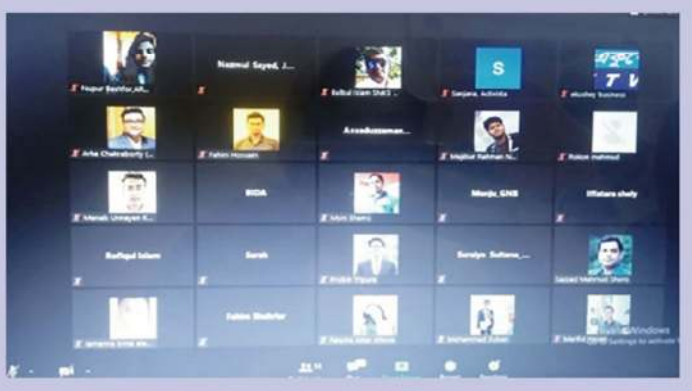

নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পন্ন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প এর প্রকল্প কার্যালয়ে গত তিন মাসে (১৮-১৯ ও ২৯-৩০ নভেম্বর এবং ২৩-২৪ ও ২৭-২৮ ডিসেম্বর) নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক সর্বমোট ০৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণ গুলোর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুব ও সামাজিক সম্প্রীতি বিনির্মাণে দক্ষ যুবদের মাঝে সামাজিক নেতৃত্বের গুণগত উপাদানগুলো ছড়িয়ে দেয়া। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমূহ পরিচালনা করেন, ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন ও জেরিন হায়দার চৌধুরী। ফ্যাসিলিটেট করেন প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, মোঃ ইসমাইল হোসেন ও সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার। আয়োজনে সহায়তা করেন ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদীতা পাল, মল্লিকা দাশ পিয়া ও শর্মী চক্রবর্তী।

বিওয়াইএলসি এর বিশেষ ওয়েবিনার ঃ তারুণ্যের প্রাণোচ্ছ্বাস

এমজেএফ ও ইউকেএইড এর সহযোগিতায় বিওয়াইএলসি জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে ০১ নভেম্বর বিশেষ ওয়েবিনার 'তারুণ্যের প্রাণোচ্ছ্বাস' আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে তারুণ্যের স্বপ্ন, প্রত্যাশা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ আসাদুজ্জামান নুর, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম এবং এক ঝাঁক অদম্য উন্নয়নকর্মী। ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের পক্ষ হতে উক্ত ওবিনারে অংশগ্রহণ করেন প্রকল্পের যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহেদ আলম চৌধুরী। সে তাঁর স্কুলজীবন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের বিবরণ তুলে ধরে এবং নারী ও শিশুর প্রতি চলমান নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার কথাও দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করে। এই রকম যুব বান্ধব প্রকল্পের সাথে যুক্ত হতে পেরে তিনি ঘাসফুল এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প সংবাদ

বিজয় দিবস উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতা

গত ২২- ২৪ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প আয়োজিত অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রকল্পের কমিউনিটি বেইজ উপকারভোগী সদস্য ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য ছিলো তরুণদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করা। অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন ও জেরিন হায়দার চৌধুরী।

ফ্যাসিলিটেট করেন প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, মোঃ ইসমাইল হোসেন ও সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার। আয়োজনে সহায়তা করেন ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদীতা পাল, মল্লিকা দাশ পিয়া ও শর্মী চক্রবর্তী। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন ও জেরিন হায়দার চৌধুরী, ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, মোঃ ইসমাইল হোসেন ও সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার, ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদীতা পাল ও মল্লিকা দাশ পিয়া।

কোভিড ১৯ বিষয়ক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকল্প কার্যালয়ে 'কোভিড-১৯ বিষয়ক এডভোকেসি' সভা গত তিনমাসে (২-৪, ১১, ২৫-২৬ নভেম্বর ও ৯-১০, ১৫ ডিসেম্বর) মোট ০৮ টি অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেসি সভাসমূহে কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সি.বি.ও.) এর যুব নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন স্তরের উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় নারী পুরুষসহ ১২০ জন উপকারভোগী সদস্য অংশ গ্রহণ করে। এডভোকেসি সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিলো প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী ও সি.বি.ও. নেতৃবৃন্দকে কোভিড ১৯ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য তথ্য এবং এর ভয়াবহতা সর্ম্পকে অবহিত ও সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে করে নিজেকে, পরিবার এবং সমাজকে মুক্ত রাখতে পারে। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন ও জেরিন হায়দার চৌধুরী, ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, মোঃ ইসমাইল হোসেন ও সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার, ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদীতা পাল, মল্লিকা দাশ পিয়া ও শর্মী চক্রবর্তী।

শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে....

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংশপ্তকের উপপরিচালক অগ্রদূৎ দাশগুপ্ত ও ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের উত্তর ধনিয়ালা পাড়া উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাহামিনা আকতার ২য়স্থান ও ফয়েজলেক মাইট্টাগলি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাবনুর আকতার ৩য় স্থান অধিকার করে। বিজয়ী শিক্ষার্থীরা গত ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রাম এর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে।

উদ্যোমী সদস্য শায়রা বেগমের নবজীবন

২০১৫ সালে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমুহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি'র আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সর্বস্তরের মানুষের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিকল্পনা করা হয়। তারমধ্যে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কার্যক্রমটির লক্ষ্য হচ্ছে ভিক্ষকমূক্ত ইউনিয়ন ঘোষণা এবং প্রতিটি মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। পিকেএসএফ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ভিক্ষুক পূনর্বাসন কার্যক্রমের প্রথম বছরে দুইজন ভিক্ষুককের মধ্যে একজন আবু জহুর। গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও নেতৃস্থানীয়দের পরামর্শে ও উপস্থিতিতে আবু জহুরের সাথে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে একটি অনুদান/ সহায়তা প্রদানের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। আবু জহুর আগামীতে আর ভিক্ষা করবে না মর্মে তাঁকে একলক্ষ টাকার আয়বৃদ্ধিমূলক উপকরণ প্রদান করা হবে যাতে তাঁরা স্বাবলম্বী হয়। নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে নিজেদের মর্যাদা পূনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। বিষয়টিতে তিনিও আগ্রহী হয়ে সম্মত হন। আবু জহুর গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের অধিবাসী। পূর্বে তিনি শহরে প্রহরীর কাজ করতেন এবং সপ্তাহন্তে বাড়ীতে এসে ক্ষেত-খামার করতেন। প্রথম স্ত্রী মারা গেলে চল্লিশ দিনের মাথায় পঞ্চমশ্রেণি পাশ শায়রা বেগমকে বিয়ে করেন। আবু জহুরের আগের স্ত্রী'র এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। এভাবে জীবন চলছিলো জীবনের মতো। আগের বউয়ের কিশোরী মেয়েকে বিয়ে দিলো আর ছেলেটি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে অশান্তি আরো বাড়াল। এভাবেই চলছে আবু জহুর-শায়রা'র দাম্পত্য জীবন। তারপর শায়রা বেগম মা হলো আরো জমজ দুই ছেলের। হঠাৎ এরমধ্যে একদিন শহরের চাকুরী থেকে আসার পথে আবু জহুর গাড়ীতে একসিডেন্টে আহত হলো। ছন্দ-পতন হলো শায়রা বেগমের নতুন সংসারে। আবু জহুর সুস্থ হয়ে কাজ করার সামর্থ হারালো এবং তিনি পঙ্গু হয়ে গেলেন। জীবনের প্রয়োজনে বেছে নিলো ভিক্ষাবৃত্তি। এক পায়ের অক্ষমতায় লাঠিতে ভর দিয়ে আবু জহুর এলাকার হাটবাজার ও দোকান দোকানে গিয়ে ভিক্ষা করতো। ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরুর ১৫/২০ দিন আগে ভিক্ষুক আবু জহুর বর্ষাকালে সন্ধ্যাকালীন বৃষ্টির মধ্যে বাড়ীতে ফেরার সময় ফেনাওয়ালা পুকুরে পড়ে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। বাড়ীতে ফেরার সময় হলেও না আসাতে স্ত্রী শায়রা বেগমও অস্থির হয়ে উঠে। অনেক খোঁজাখুজির পর স্বামীর লাশ খুঁজে পায়। স্বামীর মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে উঠে শায়রা বেগম। আবু জহুরের মৃত্যুতে দাফন-কাফনের জন্য তিন হাজার টাকা ঘাসফুল হতে প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত জমজ দুই সন্তান, মানসিক ভারসাম্যহীন আগের ঘরের সন্তান নিয়ে কঠিন চিন্তায় পড়ে যায় শায়রা। আবু জহুরের মৃত্যু সংবাদের বিষয়টি তাৎক্ষনিক পিকেএসএফকে অবহিত করা হয়। ভিক্ষার আয়ে চলা পরিবারে আবু জহুরের মৃত্যুতে সহায়-সম্বলহীন পরিবারটির অবস্থা আরো করুন হয়ে পড়ে। বিষয়টি বিবেচনা করে মানবিক প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ তখন সিদ্ধান্ত দেয় যে, আবু জহুরের স্ত্রী শায়রা বেগমকে পূনর্বাসনের আওতায় এনে উদ্যোমী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করতে। এ পরিস্থিতিতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে বাস্তবায়নকৃত ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমে তাঁকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মসূচির পক্ষ থেকে ভিক্ষুক পূনর্বাসনের একলক্ষ টাকার উপকরণ শায়রা বেগমের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিভাবে সংসার চালাবে শায়রার সাথে আলাপ করে তার একটি পরিকল্পনাও করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরনির্ভর না হয়ে নিজের উদ্যোগে পরিবার চালানোর ব্যবস্থা করতে দেয়া হয় একটি দুগ্ধবতী গাভী। প্রতিদিন নির্দিষ্ট আয়ের জন্য তিনটি রিক্সা ভ্যানগাড়ী, সবজি ক্ষেত করা ও হাঁস-মুরগী পালনের জন্য আর্থিক-কারিগরি সহায়তাও দেওয়া হয়। যাতে শায়রা বেগম স্বচ্ছন্দে পরিবার চালাতে পারে এবং সন্তানদের পড়ালেখাসহ অন্যান্য পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করবে। এই সহায়তা পেয়ে শায়রা বেগম স্বপ্ন বুনে আত্মমর্যাদাশীল নবজীবনের। বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পায়। উদ্যোমী সদস্য শায়রা বেগমের ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে এসে প্রায় চার বছর পর বর্তমানে একটি গাভী দুইএক মাসের মধ্যে বাচ্ছা দিবে। দুইটি ষাড় গরু আছে। কিছু সবজি উৎপাদন করে আর ২টা মা মুরগী ও ২৪টি বাচ্ছা আছে। শাক-সবজী, মুরগী, ডিম ও দুধ বিক্রি করে এখন ভালভাবেই সংসার চলে তার। মাসে বা প্রতি দুইমাসে ব্যাংকে টাকা জমা করে। অবশ্য এরমধ্যে পরিচালনা সমস্যার কারণে পিকেএসএফ প্রতিনিধির নির্দেশনা মতো তিনটি রিক্সা ভ্যান গাড়ী বিক্রি করে দেওয়া হয়। লালন-পালন করা গরু বাছুর তিনটি বড় করে বিক্রি করা হয়। এ টাকা দিয়ে নিজের ঘর, গরুর ঘর মেরামত করে, একটি ফ্রিজও কিনে। উৎসব ও সংসারের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ শেষে ডিসেম্বর ২০২০ এর শুরুতে তার ব্যাংকে জমা ছিলো এক লক্ষ তিন হাজার দুইশত চুয়াত্তর টাকা। উল্লেখ্য যে, ব্যাংক হিসাবটি কর্মসূচি সমন্বয়কারী ও শায়রা বেগমের নামে যৌথভাবে পরিচালিত হয়। যাতে প্রয়োজনে টাকা উঠায়, অপ্রয়োজনে ব্যয় না করে। কর্মসূচির পক্ষ থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত পূনর্বাসন কার্যক্রম, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উদ্যোমী সদস্য পরিবার পরিদর্শন করা হয়। তাদের সমস্যা-সম্ভবনা নিয়ে আলোচনা ও করণীয় ঠিক করে দেওয়া হয়। শায়রা বেগমের জমজ দুই ছেলে। অস্টমশ্রেণি পাশ করে ছোটজন পাইপ-পিটারের কাজ শিখেছে। খুশির সংবাদ হলো তার এক খালাত ভাইয়ের মাধ্যমে ছেলেটি গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ কাজ নিয়ে দুবাই গমন করে। বিদেশ যাওয়ার জন্য তাদের একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দেশে খরচ হয়। একলক্ষ টাকা উদ্যোমী সদস্য শায়রা বেগম তার একাউন্ট থেকে প্রদান করে। ব্যাংকে তার বর্তমানে ৩,২৭৪ টাকা জমা রয়েছে। প্রথমছেলে জোনায়েদ হোসেন এসএসসি পাশ করে কম্পিটারের কাজ শিখে বিদেশে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। সে তার মাকে সাংসারিক কাজে সহায়তা করে। শায়রা বেগমের মায়া-মমতায় আবু জহুরের আগের ঘরের মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে বর্তমানে আগের ছেয়ে ভালো আছে। নিয়মিত ঔষধ সেবনসহ জীবনের অন্যান্য প্রত্যাহিক কাজ সম্পন্ন করে। আগের ঘরের মেয়ে মাঝেমধ্যে বাপের বাড়ী বেড়াতে আসে। এভাবে অনুদান প্রদান ও নিয়মিত পরিদর্শন করে একটা পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলার মাধ্যমে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল-সমৃদ্ধি কর্মসূচি কাজ করে যাচ্ছে। অসহায় শায়রা বেগম আজ নব-জীবনের স্বপ্ন দেখছে। এতে করে সে যেমন খুশি, সমাজের মানুষরাও খুশি। একটি পরিবারের অবস্থার পরিবর্তনে ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ঘাসফুল অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

লেখক: **মোহাম্মদ আরিফ**
কো-অর্ডিনিটর, সমৃদ্ধি কর্মসুচি
গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কোভিড-১৯ এর কারণে বর্তমানে আমরা নতুন স্বাভাবিকতায় অভ্যস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তারই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Office Etiquette & COVID-19 Awareness	১৯ অক্টোবর	২১জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Developing Managerial Excellence	২৯ নভেম্বর	০১	বাংলাদেশ ইনিস্টিউট ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (বিআইপিডি)
Microfinance Program & Organization Identity	৬ ডিসেম্বর ও ২৮ ডিসেম্বর	৩২	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Value Chain Analysis and VCD Subproject	২৬ ডিসেম্বর	০১	পিকেএসএফ

ঘাসফুল সাসটেইনবেল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (সেপ) এর উদ্যোগে পরিচিতিমূলক সভা সম্পন্ন

গত ২৩ ডিসেম্বর পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনবেল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (সেপ) এর উদ্যোগে এক পরিচিতিমূলক সভা সাপাহার উপজেলার হারুন-অর-রশীদ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল আম চাষী, ইনপুট সাপ্লাইয়ার, পরিবহন সমিতি ও আম ব্যবসার সাথে জড়িত-দক্ষ উদ্যোক্তাদের পরিবেশবান্ধব আম চাষ ও বিপণন অবহিতকরণ। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাইম উল আলম, আরো উপস্থিত ছিলেন আম ব্যবসার সাথে জড়িত-দক্ষ উদ্যোক্তাসহ, উপজেলার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ। সভাটি পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের।

ঘাসফুল সাপাহার শাখায় পরিবেশ ক্লাব গঠন

গত ১৭ নভেম্বর ঘাসফুল সেপ প্রকল্পের উদ্যোগে পরিবেশ ক্লাব ও ক্লাব পরিচলনা কমিটি গঠন করার লক্ষ্যে সাপাহার শাখায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পরিবেশ ক্লাবের নাম রাখা হয় "বাগান বিলাস পরিবেশ ক্লাব"। প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের'র সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান হোসেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শামসুল আলম শাহ্ চৌধুরীসহ আম ব্যবসার সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ।

ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনবেল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (সেপ) এর উদ্যোগে গত ২৭-২৮ ডিসেম্বর দুইদিনব্যাপী ১নং সাপাহার ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে 'পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে আমচাষ ও বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এত ২৪জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের, টেকনিক্যাল অফিসার এস.এম. কামরুল হাসান।

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় হাটহাজারী'র মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে চলমান করোনাকালীণ সময়েও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে উভয় ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। গত তিন মাসে স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ২১৬৬জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৩৭০জন রোগীর ডায়বেটিকস পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট ৫৯৭২টি, ক্যাপসুল আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক ১২৭৩০টি, পুষ্টিকণা ৩৫৮০টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ১২৯০৫টি বিতরণ করা হয় ।

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের "স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ"

সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং অধিকতর করার লক্ষ্যে মেখল ইউনিয়নে গত ৫-৬ ডিসেম্বর মেখল সমৃদ্ধি কার্যালয় ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১-২ ডিসেম্বর প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে চারদিন ব্যাপী 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ' প্রদান করা হয়। এতে উভয় ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও কর্মকর্তাসহ মোট ২২জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন মেখল ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ফয়সাল আহমেদ ও হামিদা খাতুন এবং গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অনিক বড়ুয়া ও কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। প্রশিক্ষণ গুলোতে উপস্থিত ছিলেন মেখল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিনমাসে ১৯৭জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট দুই লক্ষ পচাঁনব্বই হাজার পাচঁশত টাকা বয়স্কভাতা ও ৫জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার হারে মোট দশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ২৩৫জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসুচি

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসুচির উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে কর্মসূচির মধ্যে ছিল স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসুচির ১৪২টি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শিশুদের ছবি আকাঁ এবং স্থানীয় সিবিওদের সমন্বয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা। ঘাসফুল সেকেন্ডে চান্স এডুকেশন কর্মসূচি ২০জন শিক্ষার্থী সরাইপাড়া ওয়ার্ডের বকুলতলা ক্লাব এর সহযোগিতায় আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং ৩জন শিক্ষার্থী বিজয়ী হয়ে পুরস্কার লাভ করে। বিজয়ী এবং সকল অংশ গ্রহণকারীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বকুলতলা ক্লাবের সভাপতি ও ব্যাংকার লুৎফুর আরেফীন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিএমপি এর উপ-পুলিশ কমিশনার (দঃ) বিজয় বসাক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসুচির সুপারভাইজার মোঃ নুরুল আজিম, শিক্ষক টুম্পারাণী সাহা, বাপ্পি দাশ, নেভী সেন প্রমুখ।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা কোভিড-১৯ চলমান সময়েও স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৩৮৯ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৭১ জন
পরিবার পরিকল্পনা	২১০৬ জন
নিরাপদ প্রসব	১১ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৪৪১৬ জন
হেলথ কার্ড	৯৮ জন

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ১০৩জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে । ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ২৮১৮৮৫১/-(আটাশ লক্ষ আঠার হাজার আটশত একান্ন টাকা) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ১০০৫৪৭৮/- (দশ লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত আটাত্তর) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৫১৫০০০/-(পাঁচ লক্ষ পনের হাজার) টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৫০৩৯
সদস্য সংখ্যা	৭৬৮৮২
সঞ্চয় স্থিতি	৬৮৩৪৯০৭০৮
ঋণ গ্রহীতা	৬০০০৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	১৭৩২২২৩৭৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৫৯২৬৭৮০৮৪৬
ঋণ স্থিতির পরিমান	১৩৯৫৪৫৬৮৫৪
বকেয়া	২৩৮৯৪৬১৬৬
শাখার সংখ্যা	৫৭

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২০ • সংখ্যা ০৪
• অক্টোবর - ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৯ বছর

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০

শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে

'শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু আধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে

গত ০৫ অক্টোবর বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম এর আয়োজনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর সহযোগিতায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ.জেড.এম. শরীফ হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী ও ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নারগিস সুলতানা। মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সমাজসেবা কর্মকর্তা পারুমা বেগম, বিবিএফ এর প্রধান নির্বাহী উৎপল বড়ুয়া, ভোরের আলোর প্রধান মোঃ শফিকুল ইসলাম খান, সংবাদিক রনজিৎ কুমার শীল, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম।

বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল

পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক ও অভিভাবক সভা

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটি, স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে গত ১৫ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল কমিটির আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য প্রফেসর ড. জয়নব বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংযুক্ত ছিলেন স্কুল কমিটির সম্পাদক ও অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, স্কুল কমিটির সদস্য এবং ঘাসফুল-চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, স্কুল কমিটির সদস্য এবং ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, স্কুল কমিটির সদস্য ও সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ। সভায় ২০জন অভিভাবক অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে তাদের মতামত, মন্তব্য ও বিভিন্ন প্রস্তবনা প্রদান করেন। সভায় আরো

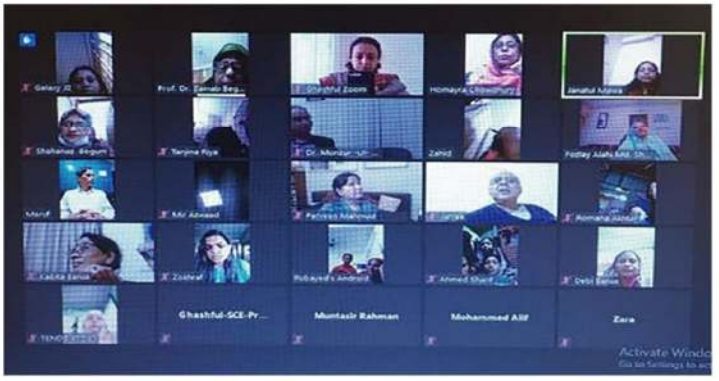

সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল কমিউনিকেশন, এডমিন, ফান্ড রাইজিং ও মনিটরিং ব্যবস্থাপক নুদরাত এ করিম।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
মফিজুর রহমান
নুদরাত এ করিম
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

অভিনন্দন!

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ ইউসেপ বাংলাদেশ এর দ্বিতীয়বারের মতো চেয়ারপার্সন এবং ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি শিব নারায়ণ কৈরী সংস্থাটির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় ঘাসফুল পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় ফুলেল শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রকাশনা : ঘাসফুল, এমএ মজুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org